দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 15 MAR 1995 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

পটুয়াখালীতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ভেস্তে যেতে বসেছে

পটুয়াখালী, ১৪ই মার্চ (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব, দরিদ্রতা, সরকারি সহযোগিতার সংকট, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা অফিসগুলোর বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলোর শিক্ষকদের উদাসীনতা এবং গাফিলতির কারণে পটুয়াখালী জেলায় ২০ হাজার বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষাশেষে প্রতিবছর ১৫ হাজার শিশু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না পেরে শিক্ষা জীবনের ইতি টানতে বাধ্য হচ্ছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সর্বশেষ ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরের জরিপ অনুযায়ী জানা গেছে, পটুয়াখালীর ৬টি থানায় ৫৮২টি সরকারি ও ৩৮২টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এছাড়াও প্রায় দেড়শ' প্রাথমিক বিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশনের অপেক্ষায় রয়েছে।

সরকারি ও বেসরকারি মোট ৯৬৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১ লাখ ৯৫ হাজার ১শ'৪ জন শিক্ষার্থীর নাম বিদ্যালয়গুলোর ভর্তি রেজিস্টারে তোলা হয়েছে। পরিসংখ্যান বিভাগের তথ্যমতে এ জেলায় ৬ থেকে ১০ বছরের শিশুর সংখ্যা ২ লাখ ১৪ হাজার ৭৫। সরকারি হিসেবমতেই ১৮ হাজার ৯শ' ৭১টি শিশু প্রাথমিক শিক্ষার আওতার বাইরে রয়েছে। বেসরকারি মতে এ সংখ্যা দ্বিগুণেরও অধিক। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের প্রতিবেদনে বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিশুর সংখ্যা মোট শিশুর সংখ্যানুসারে ৯১ দশমিক ১৩ ভাগ দেখানো হলেও বাস্তবে এর কোন মিল নেই। স্থানীয় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সম্প্রতি সমাপ্ত বার্ষিক পরীক্ষার সময় জেলার কলাপাড়া থানার একটি সরকারি বিদ্যালয়ে পরিদর্শনে গেলে সেখানে ২৪১ জন শিক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেখেন। অথচ ওই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাসিক প্রতিবেদনে শিক্ষার্থী দেখানো হয়েছে ৫৮১ জন।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রের মতে, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এ মাসিক প্রতিবেদনে ব্যাপক ব্যবধান রয়েছে। কাগজে-কলমে এসকল বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের গড় হাজিরা শতকরা ৮০ ভাগ দেখানো হলেও বাস্তবে এর কোন হদিস নেই। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মনগড়া প্রতিবেদন তৈরি করে জেলা অফিসে দাখিল করে নিজেদেরকে দায়িত্বমুক্ত করে থাকেন। গতবছর বাধ্যতামূলক শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় জেলার বিভিন্ন থানার বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি দেখানো হয়েছে ১ম শ্রেণীতে ৫৮ হাজার ৭শ' ২, ২য় শ্রেণীতে ৪৭ হাজার ৫শ' ৬১, ৩য় শ্রেণীতে ৩৮ হাজার ৮শ' ৮২, ৪র্থ শ্রেণীতে ২৭ হাজার ৯শ' ৮৭ এবং ৫ম শ্রেণীতে ২৯ হাজার ৯শ' ৯২ জন ছাত্রছাত্রী। উপস্থিতির হার দেখানো হয়েছে সদর থানায় ৮৪ ভাগ, বাউফলে ৮৪ ভাগ, গলাচিপায় ৭৪ ভাগ, কলাপাড়ায় ৭৯ ভাগ, মির্জাগঞ্জে ৭৮ ভাগ ও দশমিনায় ৮২ ভাগ। ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা দেখানো হয়েছে মোট ৪ দশমিক ৪২ ভাগ। কিন্তু পরিদর্শনকালে উপস্থিতির হার দেখা যায় ৫০ থেকে ৬০ ভাগ। এ কাল্পনিক প্রতিবেদনের সাহায্যে সংশ্লিষ্টরা শিক্ষক নিয়োগসহ বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে থাকেন বলে সূত্রটি জানায়।

অপরদিকে জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলোতে ১৯৯৫ সালে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণের জন্য ২ লাখ ২৭ হাজার ৬শ' সেট বইয়ের বরাদ্দ নেয়া হয়। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, গত শিক্ষাবর্ষের তুলনায় শতকরা ১০ ভাগ বেশি শিক্ষার্থী নির্ধারণ করে বইয়ের বরাদ্দ নেয়া হয়েছে। তাদের হিসেবমতে বইয়ের প্রয়োজন ২ লাখ ১৪ হাজার ৬শ' ১৪ সেট। সেক্ষেত্রে ১২ হাজার ৯শ' ৮৬ সেট বই বেশি আনা হয়েছে।

পক্ষান্তরে জেলার ৬টি থানায় বই বিতরণ করা হয়েছে ২ লাখ ২৩ হাজার ৫শ' সেট। এর মধ্যে সদর থানায় ৫৭ হাজার, বাউফলে ৪৮ হাজার ৪শ', গলাচিপায় ৪৮ হাজার ৩০০, মির্জাগঞ্জে ২৪ হাজার, কলাপাড়ায় ২৮ হাজার ৩শ' এবং দশমিনায় ১৭ হাজার ৫শ' সেট বই বিতরণ করা হয়েছে। বাকি ৪ হাজার ১শ' সেট বই জেলা প্রাথমিক অফিস বিতরণ করেনি। সরকারি বিধি মোতাবেক সমস্ত বই ১৫ই জানুয়ারির মধ্যে বিতরণ করার কথা।

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট একটি বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, থানা শিক্ষা অফিসার ও সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারদের সাথে যোগসাজশে প্রতিটি বিদ্যালয়ের নামে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি বই কাগজে-কলমে বরাদ্দ দেখিয়ে চড়া দামে রেজিস্ট্রিবিহীন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছে একটি মহল বিক্রি করে থাকে।